বইমেলা জ্ঞানচর্চার মিলনমেলা

নিয়ামুর রশিদ শিহাব

ফেব্রুয়ারি এলেই বাঙালির হৃদয়ে জেগে ওঠে ভাষা আন্দোলনের অমর চেতনা। এই মাস শুধু ক্যালেন্ডারের একটি সময় নয়; এটি আত্মপরিচয়, আত্মমর্যাদা ও আত্মত্যাগের স্মারক। সেই চেতনাকে ধারণ করেই প্রতিবছর আয়োজন করা হয় অমর একুশে গ্রন্থমেলা– যা কেবল একটি বইমেলা নয়, বরং জাতির বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণ ও সাংস্কৃতিক বিকাশের প্রতীক। রাজধানীর বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে সূচনা হয়ে পরে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বিস্তৃত এই মেলা আজ দেশের বৃহত্তম জ্ঞানচর্চার মিলনমেলায় পরিণত হয়েছে।

একুশ মানেই আত্মত্যাগের ইতিহাস। ১৯৫২ সালের ভাষাশহীদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেই এ মেলার সূচনা। তাই মেলার প্রতিটি স্টলে, প্রতিটি বইয়ের পাতায় যেন লুকিয়ে থাকে ইতিহাসের স্পন্দন। বইমেলা আমাদের মনে করিয়ে দেয়– ভাষা কেবল যোগাযোগের মাধ্যম নয়; এটি একটি জাতির আত্মপরিচয়ের ভিত্তি, তার সাংস্কৃতিক অস্তিত্বের মূল শক্তি। আর সেই ভাষাকে সমৃদ্ধ করে সাহিত্য, গবেষণা, দর্শন, বিজ্ঞান ও মননের চর্চা। ফলে বইমেলা হয়ে ওঠে ভাষা ও জ্ঞানের এক অপূর্ব সমন্বয়স্থল।

অমর একুশে গ্রন্থমেলা নতুন লেখক ও প্রকাশকদের জন্য এক সুবর্ণ সুযোগ। এখানে যেমন প্রতিষ্ঠিত লেখকদের নতুন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, তেমনি তরুণ লেখকরাও নিজেদের সৃষ্টিশীলতা তুলে ধরার সুযোগ পান। অনেক নবীন লেখকের প্রথম বইয়ের আত্মপ্রকাশ ঘটে এই মেলার মাধ্যমে, যা তাদের সাহিত্যজীবনের গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হয়ে থাকে। পাঠক ও লেখকের সরাসরি মতবিনিময়ের সুযোগ তৈরি হয়– অটোগ্রাফ সেশন, পাঠ-আলোচনা কিংবা অনানুষ্ঠানিক কথোপকথনের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে এক আন্তরিক সম্পর্ক। ফলে বইমেলা হয়ে ওঠে ভাবের আদান-প্রদানের উন্মুক্ত মঞ্চ।

শুধু বই কেনাবেচাই নয়, মেলার প্রতিদিনের আলোচনাসভা, সেমিনার, কবিতা পাঠ ও সাংস্কৃতিক আয়োজন বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবেশকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে। মুক্তিযুদ্ধ, ভাষা আন্দোলন, ইতিহাস, সমকালীন রাজনীতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, পরিবেশ, নারীর অধিকার কিংবা বিশ্বসাহিত্য– বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময়ের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে সচেতন নাগরিক সমাজ। বইমেলা আমাদের শেখায় যুক্তিবাদী চিন্তা, সহনশীলতা

এবং বহু মতের প্রতি শ্রদ্ধা। একটি গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনে যে মুক্তচিন্তার প্রয়োজন, বইমেলা তারই চর্চাক্ষেত্র।

বর্তমান সময়ে ডিজিটাল মাধ্যমের ব্যাপক বিস্তার বই পড়ার অভ্যাসে কিছুটা প্রভাব ফেলেছে– এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। সামাজিক মাধ্যম, ই-বুক কিংবা অডিওবুকের জনপ্রিয়তা বাড়ছে। তবু বইমেলা প্রমাণ করে, কাগুজে বইয়ের আবেদন এখনও অ
নিয়ে মেলায় ঘুরে বই কেনা, নতুন বইয়ের
লেখকের সঙ্গে দেখা করার উচ্ছ্বাস– এসব অ
প্রতিস্থাপন করতে পারেনি। বরং বইমেলা তরু
আগ্রহী করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।
থেকে প্রিয় বই সংগ্রহ করেন, যা পাঠাভ্যা
ইতিবাচক ভূমিকা রাখে।

তবে কিছু চ্যালেঞ্জও রয়েছে। মানসম্মত সম্পাদ
করা, মৌলিক রচনা উৎসাহিত করা এবং নকল
জরুরি। একই সঙ্গে মেলার পরিবেশ আরও সুশৃ
সংশ্লিষ্ট সবার সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন। অতি
নিরাপত্তাজনিত সমস্যা যাতে জ্ঞানচর্চার পরিবে
বিষয়ে সতর্ক থাকা দরকার। বইমেলা যেন
হয়ে জ্ঞান ও সংস্কৃতির চর্চাকেন্দ্র হয়ে ওঠে– এ
হবে।

একুশের বইমেলা আমাদের মনে করিয়ে দেয়-
নির্ভর করে তার জ্ঞানচর্চা ও মুক্তবুদ্ধির
আন্দোলনের চেতনা থেকে উৎসারিত এই আ
স্মরণ নয়; এটি ভবিষ্যতের দিকনির্দেশনা।
মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা এবং চিন্তার স্বাধীনা
বইমেলার ভূমিকা অনস্বীকার্য।

একুশের বইমেলা তাই কেবল একটি মাসব্যাপী
আত্মপরিচয়ের উৎসব, জ্ঞানচর্চার অঙ্গীকার। বই
হোক মন, সমৃদ্ধ হোক সমাজ– এই প্রত্যাশাই
অঙ্গীকার।

নিয়ামুর রশিদ শিহাব : শিক্ষার্থী, কম্পিউটার সা
গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ